ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ANTI-CORRUPTION Investigative Journalism AWARDS 2023

দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৩

- টিআইবি ১৯৯৯ সাল থেকে 'দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার' প্রদান করছে।
- টেলিভিশন বিভাগ : ২০০৫ সাল থেকে;
- আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ : ২০০৭ সাল থেকে;
- ক্যামেরাপারসন সম্মাননা : ২০১১ সাল থেকে;
- টেলিভিশন অনুসন্ধানী প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগ : ২০১৬ সাল থেকে;
- জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিভাগ : ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রদান করা হয়। ২০২২ সাল থেকে আলাদাভাবে এই বিভাগের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে না।
- ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরে প্রাপ্ত মোট প্রতিবেদন সংখ্যা ১ হাজার ৩শত ৮১টি।

২০২৩ সাল পর্যন্ত পুরস্কারের বিস্তারিত

- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদন সংখ্যা: ৮৯টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক: ৮৭ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সংখ্যা: ১২টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী সাংবাদিক: ০৬ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যামেরাপারসন: ১৭ জন

২০২৩ সালের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী

নিরপেক্ষ ও অধিক গ্রহণযোগ্য বিচারকার্যের জন্য এবছরের প্রতিবেদনগুলো দুই দফায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক দফার বিচারকার্যে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিবেদনসমূহকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **পিনাকী রয়**
প্রধান প্রতিবেদক, দ্যা ডেইলি স্টার

২. **কবির আহমেদ (সুজন কবির)**
অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, একাত্তর টেলিভিশন

চূড়ান্ত পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **রিয়াজ আহমেদ**
নির্বাহী সম্পাদক, ঢাকা ট্রিবিউন

২. **শাহনাজ মুন্নী**
প্রধান বার্তা সম্পাদক, নিউজ টোয়েন্টি ফোর

৩. **জুলফিকার আলি মাণিক**
প্ল্যানিং কনস্যালটেন্ট, বৈশাখী টেলিভিশন

৪. **মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা (বদরুদ্দোজা বাবু)**
অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রশিক্ষক

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৩:

২০২৩ সালে টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের জন্য সর্বমোট ৫৪টি প্রতিবেদন জমা হয়। যার মধ্যে–

- আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে ১১টি
- জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে ৩০টি
- টেলিভিশন বিভাগে ৯টি এবং
- প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে ৪টি

এ বছর বিচারকদের মূল্যায়নে টেলিভিশন প্রতিবেদন বিভাগে একজন, জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে একজন এবং আঞ্চলিক সংবাদপ্রত্র বিভাগে একজন বিজয়ী হয়েছেন। বিজয়ীদের প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তবে বিচারকদের সম্মিলিত বিবেচনায় বিজয়ী টেলিভিশন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ক্যামেরাপারসনের অনন্য বিশেষ ভূমিকা না থাকায় ক্যামেরাপারসনকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হয় নি। প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে বিচারকদের সুপারিশে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিজয়ী প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটির জন্য সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন চট্টগ্রামের 'একুশে পত্রিকা ডট কম' এর প্রধান প্রতিবেদক **শরীফুল ইসলাম (শরীফুল রুকন)**। সাংবাদিক শরীফুল ইসলাম ২৫ আগস্ট ২০২২ 'নকল ওষুধ চক্রের কাছে অসহায় কোম্পানিগুলো', 'ওষুধ পরীক্ষার নামে প্রহসন!', 'ঔষধ প্রশাসন ও পুলিশের যোগসাজশে 'নকলবাজদের' মুক্তি!' শিরোনামে প্রকাশিত ৩ পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিবেদনগুলোতে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম সিটিতে নিবন্ধনবিহীন নকল ওষুধের অবাধ উৎপাদন ও রমরমা বেচাকেনা এবং নকলবাজদের বিরুদ্ধে প্রকৃত কোম্পানীগুলোর অসহায়ত্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছা ও দূর্বলতা, নকল ওষুধ পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিধির দূর্বলতা ও ইচ্ছাকৃত অনীহা, যেসব নকল ওষুধ প্রস্তুতকারীর বিরুদ্ধে মামলা হয় তাদের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন ও থানা পুলিশের যোগসাজশে দায়মুক্তি এবং যারা হাতেনাতে ধরা পড়েন তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের না করার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন 'দৈনিক কালের কণ্ঠ' পত্রিকার সাভার প্রতিনিধি **জাহিদ হাসান শাকিল**। দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় ১১ মে ২০২২ প্রকাশিত **'মামলার ধরণ বদলে যায় আশুলিয়া থানায়'** শিরোনামে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

এই প্রতিবেদনে তিনি দেখান যে, আশুলিয়া থানায় বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে দায়ের করা মামলাগুলো প্রকৃত অপরাধের বিবেচনায় দূর্বল করে দেখানো হয়। যেমন ছিনতাইয়ের ঘটনায় মৃত্যুর মামলাকে সড়ক দূর্ঘটনা, ডাকাতির মামলাকে দস্যুতা বা চুরি হিসেবে নথিবদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো ভুক্তভোগী মামলা দায়েরের পর প্রতিবেদন দেওয়ার সময় থানা থেকে মামলার ধরণ বদলে ফেলা হয়। এতে করে ভুক্তভোগী যেমন প্রকৃত বিচার পান না, তেমনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যরাও মামলার ধরণ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেন।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রতিবেদন)

বিজয়ী: টেলিভিশন বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার হাসান মিসবাহ। ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে 'এসপিএ মেডিকেলের প্রতারণা' শিরোনামে প্রচারিত প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিবেদনটিতে তিনি দেখান যে, মানবিক বিভাগ থেকে এইচএসসি পাশ করে, অন্য আরেকজন ডাক্তারের বিএমডিসির নিবন্ধন নম্বর দেখিয়ে, নিজের নাম পাল্টিয়ে এসপিএ মেডিকেল সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বনে গেছেন জনৈক কামাল হোসেন। আবার রীতিমত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়মিত রোগীও দেখেন তিনি। সাক্ষাতকারের প্রথম পর্যায়ে, এমনকি প্রকৃত বিএমডিসি নম্বরধারী ডাক্তারের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেন তিনি। একপর্যায়ে সবকিছু স্বীকার করে নেন এই ভুয়া ডাক্তার। কিন্তু এসপিএ মেডিকেলের মালিককে এই ভুয়া ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলে প্রতিবেদক ও চিত্রগ্রাহকের ওপর হামলা করে তার সন্ত্রাসী বাহিনী। এরপর তার বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টা মামলা হলে তাকে চার সহযোগিসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান)

বিজয়ী: টেলিভিশন (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান) বিভাগে বিজয়ী হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'তালাশ'। ২০২২ সালের ২৭ মে 'শ্রম ভবনে ঘুষের বাণিজ্য' শিরোনামে প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের জন্য তালাশ টিম এবছর এই পুরস্কার অর্জন করে।

প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটিতে দেখানো হয় যে, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার রক্ষার জন্য শ্রম অধিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগ আছে। কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা না করে, মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে মালিকপক্ষের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। শ্রমিক হয়রানি, চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়েও শ্রমিকরা পান না প্রতিকার। মালিকপক্ষের সাথে যোগসজশে সব উল্টে যায়, লেনদেন হয় লাখ লাখ টাকা।

এমনকি কোনো কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন জমা পড়লেই, সে খবর মালিকের কাছে পৌঁছে দেন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারিরা। ফাইল আটকে রেখে মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের কাছ থেকেই ঘুষ আদায় করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। আর এর সাথে সরাসরি যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগের পরিচালক ও সহকারী পরিচালকরা। তাদের সাথে আছেন বেশ কয়েকজন কর্মচারিও। প্রামান্য অনুষ্ঠানটিতে এই পুরো বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়।

****